Issue cover not available

Vol. 12 | No. 2 | 1968

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মনবান ও মুহম্মদ কবীর – তুলনামূলক সমালোচনা

Volume	12
Issue	2
Year	1968
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মমতাজুর রহমান তরফদার
Published online	December 16, 1968
DOI	10.62328/sp.v12i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v12i2.1
Pages	1-25
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহি…

দ্বাদশ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

শীত ঃ ১৩৭৫

Check for updates

মনঝন ও মুহম্মদ কবীর – তুলনামূলক সমালোচনা

মমতাজুর রহমান তরফদার

। ১ ।

মনঝনের হিন্দী 'মধুমালতী' কাব্যের সঙ্গে মুহম্মদ কবীর বিরচিত বাংলা 'মধুমালতী' কাব্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত দু'টি মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। প্রথম মতবাদটি এই ঃ কোনো এক অজ্ঞাতনামা কবি কর্তৃক ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'কিস্সা-এ-মধু-মালত ওয়া কুনওয়র-মনোহর' নামক ফারসী কাব্য অবলম্বনে মুহম্মদ কবীর বাংলা কাব্যখানি লিখেছিলেন এবং ভণিতায় তিনি উক্ত ফারসী কাব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া বাংলা কাব্যের কতকগুলো অংশ ফারসী কাব্যের অংশ বিশেষের সঙ্গে সাদৃশ্য-বহুল। বর্তমান লেখক এই মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন 'সাহিত্য পত্রিকা' ১৩৭০ সালের বর্ষা সংখ্যায়। এই মতের বিরোধিতা করে সৈয়দ আলী আহসান এই পত্রিকার ১৩৭১ সালের সংখ্যায় বলেন যে বাংলা কাব্যটি হিন্দী কাব্যের সংক্ষেপিত অনুবাদ এবং ফারসীর সঙ্গে বাংলার যেটুকু মিল দেখা যায়, তা তথ্যগত, ভাষাগত নয়। সম্প্রতি বর্তমান লেখক 'ইতিহাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দেখিয়েছেন যে বাংলা কাব্যে বিধৃত রূপ বর্ণনার সঙ্গে হিন্দী 'নখ-শিখ-বর্ণনের' কিছুমাত্র মিল নেই এবং মূল কাব্যের বহু উপকরণ বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাছাড়া কাহিনীতে চরিত্র সংস্থানের ব্যাপারেও ফারসীর সঙ্গে বাংলায় কিছু কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, পরস্পর বিরোধী এই মত দু'টি প্রকাশিত হবার পর বর্তমান লেখক বাংলা ও হিন্দী কাব্য দু'টিকে পাশাপাশি রেখে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রচেষ্টারই ফল।

| ২ |

হিন্দী কাব্যের বন্দনা এবং মুহম্মদ, চারি খলীফা, গাউস গওয়ালিয়রী, সেলিম শাহ স্থূর ও খিজর খাঁর প্রশস্তি বাংলা কাব্যে স্থান পায়নি। বাংলা কাব্যে গল্পের সূচনাতেই রাণী কমলার নাম উল্লিখিত হয়েছে; গল্পের অন্যত্র এই রাণীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, হিন্দী কাব্যে গল্পের প্রথম দিকে রাণীর নাম নেই। গল্প বেশ একটু অগ্রসর হলে রাণীর নাম পাওয়া যাচ্ছে; তাঁর কোনো ভূমিকা নেই বললে চলে। হিন্দী সংস্করণের নায়িকার বিদগ্ধ দেহ বর্ণনার সঙ্গে নিতান্ত নিম্ন মানের বাংলা অঙ্গ-সজ্জা বর্ণনাকে তুলনা অথবা প্রতিতুলনার উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো যেতে পারে না। মনঝনের 'মধুমালতী' কাব্যে কুমারের যোগীর বেশ ধারণ ও যোগসিদ্ধি লাভের অংশটি (স্তঃ ১৭২—৭৪) বেশ দীর্ঘ। মুহম্মদ কবীরের কাব্যে এই অংশ আদৌ স্থান পায়নি। হিন্দী কাহিনীতে মনোহরের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে রাজা ও রাণী যে খেদোক্তি করেছেন, বাংলায় তা সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। কবীরের রচনায় নৌকার বর্ণনা একটু দীর্ঘ (পৃঃ ২১)। হিন্দী সংস্করণে এই বর্ণনা নেই। মূল কাব্যে জলমগ্ন রাজকুমার হরির নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে (স্তঃ ১৭৮)। এই প্রার্থনার স্থানে বাংলায় আছে শুধুমাত্র কবির বক্তব্য। মনঝনের বর্ণনায় দেখা যায় যে মনোহর দ্বিতীয় বার জলমগ্ন হয়ে জ্ঞান হারায় এবং অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে তীরে এসে হাজির হয় (স্তঃ ১৭৯), বাংলা কাব্যে এই ঘটনা নেই। বনের দীর্ঘ বর্ণনা দিবার পর মনঝন বনের মধ্যে মনোহরের অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। একথাও বলা হয়েছে যে বনে মনোহর রাত কাটাবার পর একটি টঙ্গী দেখল, (স্তঃ ১৮০—৮২)। কিন্তু বাংলা কাব্যে এই তথ্য আছে যে কুমার প্রথম দিনেই একটি সুন্দর টঙ্গী দেখল (পৃঃ ২২)। বাংলা কাব্যে এই টঙ্গীর বর্ণনা বিশদ, যদিও মূল কাব্যে এ ধরণের কোনো বর্ণনা নেই, হিন্দী কাব্যে একথা বিবৃত হয়েছে যে শয্যায় সুগন্ধ ছিটানো রয়েছে বলে ভ্রমর লুব্ধ হয়ে চারদিকে ভীড় করছে, বাংলা সংস্করণে বলা হচ্ছে; সুবর্ণ টঙ্গীর মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক। পালঙ্কের চারপাশে চৌকি মনোরঙ্গ (পৃঃ ২৩)॥ তা ছাড়া টঙ্গীর মধ্যে বহু পরীজাদীও আছে। হিন্দী কাব্যে পরীজাদীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। মনঝন দু'টি স্তবক জুড়ে প্রেমার রূপ বর্ণনা করেছেন (স্তঃ ১৮৪—৮৫)। বাংলা কাব্যে একটুখানি অসংলগ্ন রূপ বর্ণনা থাকলেও তা হিন্দী রূপ বর্ণনার মত প্রথাসিদ্ধ নয় (পৃঃ ২৩)। হিন্দী কাব্যে কুমারীর নিদ্রাভঙ্গ প্রসঙ্গ দীর্ঘ ও অলঙ্কার পূর্ণ (১৮৭—৮৮)। কিন্তু বাংলায় শুধু মাত্র বলা হয়েছে যে নিদ্রা শেষে কুমারী চৈতন্য লাভ করল। হিন্দী কাব্যে প্রেমা রাজকুমারকে প্রশ্ন

করছে 'তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ? কাকে পাগল করার জন্য তুমি এমনি বেশ ধারণ করেছ? তুমি যেন মদন রূপী মনুষ্য মূর্তি; কেন কথা বলছ না? সত্য করে বল তুমি কে? তুমি ভূত না বেতাল? আমি ত দেখছি তুমি রাজকুমার ও মানুষ, ঘরদোর কেন ছেড়েছ?' এই প্রশ্নগুলোর পর প্রেমার মুখ থেকে বহু তত্ত্ব কথা বেরিয়েছে (স্তঃ ১৮৯-৯১)। বাংলা কাব্যে প্রেমার প্রশ্নগুলো এইরূপ ঃ 'শুন শুন মহাশয় তুমি কোন্ জন। গন্ধর্বের পতি কিবা বিংশতি নয়ান।। কোন কালে না দেখি মনুষ্য গতি নাই। কেমত প্রকারে হেতু আইলা এই ঠাঁই।। অগাধ বনের মাঝে আইলা কি কারণ। সত্য কহ তুমি মোর রাখহ জীবন।। না দেখেছি শুনিছি মোহন হেন রূপ। মর্ত্যে নরনারী ঝুরে দেবে পাএ লোভ।।'[১] (পৃঃ ২৩)। তারপর কুমার প্রেমার পরিচয় জানতে চাইলে সে আত্ম পরিচয় দেয়। এই প্রশ্নোত্তরের ভাষাতেও দুই কাব্যে কোনো মিল নেই, হিন্দী কাব্যে মনোহর জিজ্ঞাস করছে যে প্রেমা এই বনে একা কি করে আছে; তার ত কোনো সখী-সহেলী নেই (স্তঃ ১৯৩)। কিন্তু বাংলা কাব্যে বহু পরীজাদী এবং 'এসব সুন্দরী মাঝে একা সে কামিনী।' বাংলায় এমন ইঙ্গিতও আছে যে মনোহর প্রেমার প্রতি আসক্ত হয়েছিল। হিন্দী কাব্যে কুমার বলছে, 'তোমার কাছে আমি প্রীতির গন্ধ পাচ্ছি।' (স্তঃ ১৯৪), কুমারের প্রশ্ন হিন্দীতে অত্যন্ত দীর্ঘ, বাংলায় অতি সংক্ষিপ্ত, প্রেমা যে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছে, তার সাথে বাংলা অংশটুকুর ভাবগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অনুবাদের লক্ষণ কোথাও প্রকট নয়। চিত্র বিশ্রাম নগরের আম্র কাননের বর্ণনা হিন্দীতে দীর্ঘ (স্তঃ ১৯৬)। বাংলায় এই উদ্যানের কোনো বর্ণনা নেই, শুধু প্রেমার সঙ্গে তার সখীদের উদ্যান-বিহারের বর্ণনা আছে (পৃঃ ২৪-২৫)। এই উদ্যানে একটি চিত্রশালা ছিল বলে হিন্দী কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে। বাংলায় এই চিত্রশালার উল্লেখ নেই। হিন্দী কাব্যে দেখা যাচ্ছে যে উক্ত উদ্যানে সখীদের সঙ্গে খেলবার জন্য বায়না ধরে প্রেমা মায়ের সঙ্গে মান-অভিমান করছে। বাংলায় এই মান-অভিমানের ঘটনা অনুপস্থিত। হিন্দী কাব্যের পূর্ণ দুটি স্তবক জুড়ে (২০০-২০১) বালিকাদের কৈশোর বর্ণনা — একথা বলা হয়েছে যে তারা প্রেমের কিছুই জানেনা, তাদের কেউই স্বামীর অঙ্ক শায়িনী হয়নি। বাংলা কাব্যে এসব কথা নেই, বালিকাদের বসন-ভূষণ ও উদ্যানের পুষ্পের উল্লেখ বাংলা কাব্যে দীর্ঘায়িত, হিন্দীতে শুধু পাখীর কুজন ও ফুলের উপর ভ্রমরের উপবেশনের কথা পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দী কাব্যে বলা হয়েছে যে মৌমাছির দংশনের ফলে বালিকাদের খেলাধূলায় রসভঙ্গ হয় এবং তারা চিত্রশালায় গিয়ে আশ্রয় নেয় (স্তঃ ২০৬)। বাংলায় এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেমার খেদোক্তি হিন্দীতে দীর্ঘ

(স্তঃ ২১০—১৩), বাংলায় এই উক্তি অনুপস্থিত। দেওয়ের ভয়ে ভীত হয়ে এবং প্রিয়া মধুমালতীর কথা স্মরণ করে মনোহর বন থেকে যখন পালিয়ে যেতে উদ্যত, তখন প্রেমা তার পায়ে পড়ল — এই কথা উভয় কাব্যেই আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে ভাষায় কোনো মিল নেই। প্রেমার অন্তরের দুঃখ তার নেত্রে প্রকাশ পেয়ে জগতে পরিব্যাপ্ত হল — হিন্দী কবি এই কথাটিকে সুষ্ঠুভাবে ও অলঙ্কারপূর্ণ উপায়ে ব্যক্ত করেছেন (স্তঃ ২১৮·২১) — বাংলা কাব্যে কথাটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাংলা কাব্যে প্রেমা মনোহরের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে যেন কুমার তাকে দেওরের কবল থেকে উদ্ধার করে। হিন্দীতে এই অনুরোধ নেই। দেও সারাদিন বাইরে থাকে, রাত্রিতে ফিরে আসে — অতএব ভয় নেই,— কথাটি উভয় কাব্যে থাকলেও কোনো অনুবাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আত্ম পরিচয় নেয়ায় আগে হিন্দী কাব্যে মনোহর বিরহ ও দুঃখ সম্বন্ধে বেশ কিছু তত্ত্বকথা বলেছে (স্তঃ ২২৩—২৪)। বাংলায় এই তত্ত্বকথা নেই। হিন্দী কাব্যে মনোহর প্রেমাকে লক্ষ্য করে আত্ম-বিলাপ করেছে (স্তঃ ২২৮—২৯)। বাংলায় এই আত্ম-বিলাপ স্থান পায়নি। হিন্দী-কাব্যে প্রেমা বিরহের তত্ত্ব আউড়িয়েছে ঝানু দার্শনিকের মত (স্তঃ ২৩২—৩৯)। বাংলায় এই দুঃখের কথা মানবীয় রূপ নিয়েছে। মধুমালতীর নাম শুনে কুমারের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় (স্তঃ ২৪২)। এই বর্ণনার প্রথম দুই পংক্তির সঙ্গে বাংলা কাব্যের ৯৬৩—৬৫ সংখ্যক পংক্তির ভাবগত মিল আছে। অবশিষ্ট অংশের অনুসরণ বাংলায় নেই। প্রেমার মুখে মধুমালতীর নাম শুনে মনোহরের কৌতুহল জাগে। মনোহর জিজ্ঞেস করে, প্রেমা কি ক'রে মধুমালতীর সঙ্গে পরিচিত হল। এই তথ্যটুকু উভয় সংস্করণে আছে। যে ভাষায় এই কৌতুহল প্রকাশ করা হয়েছে, তা হিন্দীতে (স্তঃ ২৪৩—৪৪) সবিস্তার ও আবেগপূর্ণ, বাংলায় নিরেট ও সংক্ষিপ্ত (পৃঃ ৩১, পংক্তি ৯৬৯—৭০) এবং এই বাংলা রূপান্তর দেখে মনে হয় না যে এই অংশটুকু হিন্দীর সংক্ষিপ্ত রূপ। মধুমালতীর কথা স্মরণ করে মনোহর বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল এবং তার এই দুর্দশা দেখে প্রেমা সোচ্চার হয়ে জগতের স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—শীঘ্র যেন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয় (স্তঃ ২৪৫)। বাংলায় এই অংশটুকু নেই। মধুমালতীর সৌন্দর্য-সমুদ্র সম্বন্ধে প্রেমা যে উক্তি করেছে (স্তঃ ২৪৬), তাও বাংলায় অনুপস্থিত। প্রেমার শৈশব কালে তার মায়ের সঙ্গে মধুমালতীর মায়ের পরিচয় হয়। হিন্দী কাব্যে এই পরিচয় স্বাভাবিক ও সামাজিক পর্যায়ের (স্তঃ ২৪৭—৪৮)। বাংলা কাব্যে ফ্যানটাসি এসে গেছে : পরীদের সঙ্গে নিয়ে মধুমালতীর মা প্রেমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে (পৃঃ

৩১)। প্রথম পরিচয়ের পর দ্বিতীয়ার দিনে একবার করে বছরে বার বার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে থাকে; প্রত্যেক বার মধুমালতী সঙ্গে আসে (স্তঃ ৫০—৫)। বাংলা কাব্যে মাসে একবার করে সাক্ষাতের কথা আছে; কিন্তু হিন্দীর সঙ্গে বাংলার ভাষাগত মিল নেই। (পৃঃ ৩২) মধুমালতীর কথা শুনে কুমারের মনে ভাবান্তর দেখা দেয় এবং প্রেমাকে আশ্বাস দিয়ে সে তাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করে (স্তঃ ২৫৪—৫৫)। বাংলা কাব্যে এই তথ্যগুলো অনুপস্থিত। কুমার বলছে, প্রেমাকে ছেড়ে গিয়ে তারই দেশে উপস্থিত হয়ে তার বাপ-মা ও আত্মীয় স্বজনের কাছে পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করবে এবং এতে তার নিজের কুলেরও লজ্জা হবে। প্রেমা তখন বহু কথা বলে তাকে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে নিষেধ করছে (স্তঃ ১৫৫—৫৬)। বাংলায় এই তথ্যটুকু অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রদত্ত হয়েছে—ভাষাতে মিল কম, ভাবে কিছু মিল আছে (পৃঃ ৩২)। কুমার বলছে যে সে রঘুবংশ জাত ও দেও সংহারকারী; অতএব প্রেমাকে ছেড়ে গেলে সে লজ্জা তার কুলকে স্পর্শ করবে। মধুমালতীর প্রেমের উৎস থেকে শক্তি অর্জন করে সে দেওকে মেরে মাটিতে মিশিয়ে দেবে (স্তঃ ১৫৭—৫৮)। এসব কথা বাংলা কাব্যে স্থান পায়নি। দেও আসার সময় হলে কুমার বলল যে সে অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাবে। কথাগুলো উভয় কাব্যে আছে, তবে বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিতে। রাক্ষস যত লোককে মেরেছিল, সবারই অস্ত্র প্রেমার কাছে জমা ছিল। প্রেমা কুমারকে খড়্গ ভল্ল, বর্শা ও কাটারি দিল (স্তঃ ২৬১)। বাংলায় এই তথ্য আংশিক ভাবে স্থান পেয়েছে; কিন্তু মূল ভাষার সঙ্গে বাংলার মিল নেই। তারপর দেও এল। দেওয়ের শরীর বর্ণনা হিন্দীতে জীবন্ত (স্তঃ ২৬২)। বাংলায় শুধু বলা হয়েছে যে তাকে পর্বতের মত দেখাচ্ছিল এবং তার আগমনে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কম্পিত হচ্ছিল (পৃঃ ৩৩)। কুমার ও দেওয়ের মধ্যে বাক্য বিনিময় হল। দুই কাব্যে এই কথোপকথনের সারবস্তু দুই রকমের। এই সময় প্রেমা হরির নিকট প্রার্থনা করছিল—হিন্দী কাব্যের এই তথ্য বাংলাতে স্থান পায়নি। হিন্দী কাব্যে দেখা যাচ্ছে যে কুমার প্রথম আঘাতে দেওয়ের একটি মুণ্ড ও দু'টি বাহু কেটে ফেলল। দেও সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে শরীরে লাগিয়ে কুমারের সম্মুখীন হল। কুমার এবার বাণ মারল। দেও মারের রূপ ধারণ করে বাণ-সন্ধান ব্যর্থ করে দিল (স্তঃ ২৬৩—৬৭)। বাংলা কাব্যে বলা হয়েছে যে প্রথম আঘাতেই দেও রণে ভঙ্গ দিয়ে বলে যে রাত শেষ হলে প্রভাতে সে যুদ্ধ করবে (পৃঃ ৩৪)। একথা হিন্দী কাব্যেও আছে—তবে উভয় কাব্যের ভাষায় ও প্রকাশ ভঙ্গিতে গরমিল যথেষ্ট। প্রেমা কুমারকে

দেওয়ের জীবন রহস্য জানিয়ে দেয়। হিন্দী কাব্যে আছে যে দক্ষিণ দিকে অমৃত ফলের যে বৃক্ষটি আছে, সেটিকে উৎপাটিত না করলে দেওকে হত্যা করা যাবে না। প্রেমা কুমারকে গাছটি দেখিয়ে দিল। গাছটিকে উৎপাটিত করে কুমার ডাল, পাতা, ফল. কাণ্ড, সব কিছু জ্বালিয়ে দিল। দেওরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় মনোহর তার পঞ্চম মস্তকে আঘাত হেনে সেটিকে খণ্ডিত করে দেয়। এই খণ্ডিত মস্তক হাতে নিয়ে দেও অমৃত ফলের বৃক্ষের নিকটে গিয়ে অমৃত পেল না বলে মরে গেল (স্তঃ ২৭১—৭৫)। বাংলায় এই জীবন রহস্যের কথা অন্য রকম। দক্ষিণ দিকে কুপের মধ্যে একটি উজ্জ্বল খড়্গ আছে। প্রেমা যখন কুমারকে উক্ত কূপটি দেখিয়ে দিল, কুমার তখন খড়্গ দিয়ে জীবন-স্তম্ভ দীর্ণ করল। ফলে দেওয়ের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটল (পৃঃ ৩৫-৩৬)। দেও নিধনের পর হিন্দী কাব্যে আছে প্রেমার ভাব বিহ্বল উক্তি ও আচরণ এবং কুমারের প্রত্যুত্তর (স্তঃ ২৭৬-৭৭) যা বাংলায় অনুপস্থিত। উভয়ে প্রেমার পিতৃ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, অবশেষে রাজধানীর নিকট এসে পড়ে। এই যাত্রার বর্ণনায় দুই কাব্যের মধ্যে মিল নেই।

রাজধানীর নিকট এসে প্রেমা কুমারকে বলল যে যোগীর বেশ ছেড়ে দিয়ে এবার তার সাহসিকতাপূর্ণ কার্যের ফল ভোগ করা উচিত। নইলে কুমারের ঐরূপ বেশ নাগরিকদের হাসির কারণ হবে (স্তঃ ২৭৮-৮০)। বাংলা কাব্যে প্রেমা বলছে যে কুবেশ কুৎসিত ও কুলক্ষণ এবং ঐরূপ বেশে নগরে প্রবেশ করলে লোকে হাসবে (পৃঃ ৩৭)। যেস্থানে প্রেমা ও মনোহর রাত্রি যাপন করল, হিন্দী কাব্য অনুযায়ী সেই স্থানটি চিৎ-বিশ্রাম থেকে দেড় ক্রোশ দূরে (স্তঃ ২৮০)। বাংলায় এই দূরত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি, হিন্দী কাব্যে আছে যে এই সময় রাজার অন্ত-করণে হঠাৎ পুলক ও উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং রাজা বুঝতে পারেন যে তাঁর কোনো প্রিয়জন ঘরে আসছে (স্তঃ ২৮১)। বাংলায় এই কথা নেই। প্রেমা পিতাকে পত্র লিখল তার দুঃখের কাহিনীর বিশদ বর্ণনা দিয়ে — এই ঘটনাটুকু পূর্ণ একটি স্তবকে বিবৃত (স্তঃ ৩৭)। বাংলা কাব্যে এই পত্র লেখার কথা অতি সংক্ষিপ্ত। বলা হয়েছে যে এই পত্র নিয়ে কুমার একজনের হাতে দিল (পৃঃ ২৮৩)। হিন্দীতে এই তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যে প্রেমা নিজেই এক বাহককে নির্দেশ দিয়ে পত্রটি পাঠিয়ে দিল। পত্রবাহক দ্রুত গতিতে প্রাসাদের দ্বারে হাজির হয়ে প্রতিহারকে বলল, সে যেন শীঘ্র গিয়ে রাজাকে জানায় যে প্রেমার খবর এসেছে, প্রতিহার গিয়ে রাজাকে যখন সংবাদ দিল, তখন রাজা ও রাণী ছুটে গিয়ে পত্র বাহককে জিজ্ঞেস করলেন যে প্রেমা কতদূরে আছে এবং পত্র বাহক উত্তর দিল যে দেড় ক্রোশ দূরে

(স্তঃ ২৮৩—৮৫)। বাংলা কাব্যে বলা হয়েছে যে রাজা পত্র পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে প্রেমার আগমনের কথা জানালেন। রাজা-রাণী ও অন্যান্য লোকজন প্রেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মনোহর কর্তৃক তার উদ্ধারের কাহিনী শুনলেন এবং মনোহরকে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদে রাখলেন। প্রেমা কুমারকে আশ্বাস দিল যে মধুমালতীর সঙ্গে তার মিলন হবে (৩৭—৩৯)। প্রেমার উদ্দেশ্যে রাজা-রাণী ও অন্যান্য লোকদের যাত্রা ও তাদের মিলন দৃশ্য হিন্দী কাব্যে জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত। প্রেমার উদ্ধার প্রসঙ্গ শুনবার জন্য রাজা যে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তা বিশদ এবং প্রেমার উত্তরও বিশদ। বাংলা কাব্যে এই কথাগুলো অতি সংক্ষিপ্ত এবং ভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ। হিন্দী কাব্যে আছে মনোহরের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (স্তঃ ২৯২—৯৩), বাংলা কাব্যে এই তথ্য নেই। বিরহী কুমার যখন মধু-মালতীকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করল, তখন প্রেমা তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলে এই সংবাদ দিল যে পরদিন দ্বিতীয়া— মায়ের সঙ্গে মধুমালতী রাজ-পুরিতে আসবে, (স্তঃ২৯৫)। দ্বিতীয়ার কথা বাংলাতে নেই। প্রেমার সঙ্গে মধু-মালতীর দেখা হলে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। মধুমালতী প্রেমাকে জিজ্ঞেস করলে, কে তাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করল, প্রেমা বলল যে এই উদ্ধারকারী, মধুমালতীর প্রতি অনুরক্ত এক বীর পুরুষ। এই কথা শুনে মধুমালতী কপটতার আশ্রয় নিয়ে বলল যে সে ঐ ব্যক্তিকে জানে না। প্রেমা তখন মনোহরের কাছ থেকে মুদ্রিকা নিয়ে এসে তাকে দেখাল। চেষ্টা করেও এবার মধুমালতী তার গুপ্ত প্রেমকে লুকিয়ে রাখতে পারল না, মনোহরের সঙ্গে স্বপ্নের মত সাক্ষাতের ঘটনা ও নিজের বিরহ যাতনা এবার সে ব্যক্ত করে বলল। প্রেমা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে তার জন্য সুদিন এসেছে ; এবার সে তার প্রেমিককে দেখতে পাবে (স্তঃ২৯৮—৩১৫)। বাংলায় এই তথ্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলা কাব্যে সরাসরি বলা হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের কথা, হিন্দী কাব্যে লিখিত হয়েছে যে প্রেমা ও মধুমালতী মনোহরের প্রকোষ্ঠের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে যায় ; মধুমালতীর নাম শুনে কুমারের ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং প্রেমা বলে যে মনোহরের সাহসিকতার সিদ্ধিফল এসে গেছে (স্তঃ ৩১৫—১৬)। কথাগুলো বাংলা সংস্করণে নেই, হিন্দী কাব্যে তারপর আছে কুমারের উচ্ছ্বসিত উক্তি এবং মনোহর ও মধুমালতীর কথোপকথন (স্তঃ ৩১৭-১৮), বাংলায় এই কথোপকথন (পৃঃ ৪০-৪১) সংক্ষিপ্ত, হিন্দী কথোপকথনে শালীনতা বেশী, কামাবেগের স্থূলতা নেই। কিন্তু বাংলা কথোপকথনে শালীনতার অভাব এবং মনোহরের কামাবেগ অত্যন্ত ঋজু। এক্ষেত্রে এমন একটি পংক্তিও পাওয়া

যাচ্ছে না যাকে স্বচ্ছন্দে হিন্দীর অনুবাদ বা অনুসরণ বলে মেনে নেয়া চলে। তথ্যে শুধু এইটুকু মিল রয়েছে যে উভয়ে পূর্বের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার কথা স্মরণ করল, হিন্দী কাব্যে তারা এই ধরণের অঙ্গীকার করছে যে বিয়ের পূর্বে তারা রতিসুখ উপভোগ করবে না (স্তঃ ৩৩০ ও ৩৩২)। বাংলায় একথা নেই। দৈহিক মিলনের প্রসঙ্গ উভয় কাব্যে স্থান পেয়েছে, কিন্তু কাব্য দুটির ভাষা গঠনে কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই. মধুমালতীর ও প্রেমার বিলম্ব দেখে প্রেমার মা মধুরার নিকট উদ্বেগ প্রকাশ করছে। মধুরা বলছে যে তার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুই সখী বহু দিন পরে একত্র হয়েছে বলে চিত্রশালায় খেলাধূলা করছে (স্তঃ ৩৩৬-৩৮)। বাংলা কাব্যে এই তথ্য রূপান্তরিত হয়েছে; মধুরার নাম নেই, প্রেমার মা যখন প্রেমা ও মধুমালতীর খোঁজ নিচ্ছিল, তখন জনৈক সখী এসে বলল যে তারা ফুল তুলে খেলা করছে। এদিকে রূপমঞ্জরী চিত্রশালায় গিয়ে দেখল, 'কলিকাত অলি মিলি হইছে একসঙ্গে (পৃঃ ৪২)।' হিন্দীতে এই দৃশ্য এইরূপ, 'শশিমণ্ডলে সূর্য কিরণ লুকিয়েছে এবং সূর্যকে দেখে শশীর জ্যোতি লুপ্ত হয়ে গেছে (স্তঃ ৩৩৯)।' হিন্দী কাব্যের ৩৪৪ সংখ্যক স্তবকে রূপমঞ্জরী প্রেমাকে ভৎ'সনা করছে মনোহরের সঙ্গে মধুমালতীর যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়ার জন্য। বাংলা কাব্যে এই অংশটুকু নেই, রূপমঞ্জরীর আদেশে সখীগণ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে মনোহরকে রেখে এল কনকগিরিতে এবং মধুমালতীকে তার পিতৃগৃহে। তারা নিদ্রায় অভিভূত ছিল বলে কিছুই বুঝতে পারল না। বিভিন্ন ভাষায় হলেও এই তথ্য উভয় কাব্যে স্থান পেয়েছে, নায়ক ও নায়িকার বিচ্ছেদের পূর্বে রূপমঞ্জরী মন্ত্র পড়ে তাদের মোহাবিষ্ট করে দিয়েছিলেন — এই কথা বাংলা কাব্যে নেই, হিন্দীতে আছে। মধুরার কাছে থেকে রূপ মঞ্জরীর বিদায় গ্রহণের প্রসঙ্গটি বাংলা কাব্যে স্থান পায়নি, হিন্দী কাব্যে স্থান পেয়েছে। কুমার জেগে উঠে বিলাপ করছে,—এই বিলাপের সার মর্ম দুই কাব্যে দুই রকম। বাংলা কাব্যে কুমারীও একই রকম ভাবে বিলাপ করছে — হিন্দী কাব্যে মধুমালতীর এই বিলাপের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়নি। ঘুম থেকে জেগে উঠে বিরহদগ্ধা মধুমালতী উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মহারস নগরে হাজির হয়ে রাণী রূপমঞ্জরী তাকে এই অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাকে প্রথমে গঞ্জনা দিলেন, পরে বুঝ মানাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না। অবশেষে রাণী মধুমালতীর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাকে পাখীতে রূপান্তরিত করে দিলেন। পাখী উড়ে গেল (স্তঃ ৩৪৮-৫২ এবং পৃঃ ৪৩-৪৪)। উভয় কাব্যে এই তথ্য আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভাবে ও ভাষায় বিশেষ কোনো মিল নেই। সংসার, আত্মীয় স্বজন, ঘরদোর, সখী-সহেলী — সবকিছু ছেড়ে পাখীরূপিণী মধুমালতী

উড়ে গেল। হিন্দী কাব্যের (স্তঃ ৩৫৪) এই বর্ণনায় একটু বেদনার প্রলেপ আছে বাংলায় এই বর্ণনাই নেই। হিন্দী কাব্যে দেখা যাচ্ছে, পাখী মানগড়ে এসে পৌনরির রাজা তারাচাঁদের সাক্ষাৎ পেল। মনোহরের সঙ্গে এই রাজকুমারের সাদৃশ্য ছিল। বাংলা কাব্যে এই ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে স্থানের নাম মানিক্যরস। জাল দিয়ে পাখীটিকে ধরবার সময় তারাচাঁদ ও তার সঙ্গিগণ বুঝতে পারল যে এই পাখী শুধু মোতি আহার করে — হিন্দী কাব্যে বিধৃত হলেও এই তথ্য বাংলা কাব্যে স্থান পায়নি, পাখী কয়েকদিন না খেয়ে রইল; কুমারও খেল না। তখন পাখী তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার প্রতি রাজকুমারের আসক্তির কারণ কি। — এই অংশে উভয় কাব্যের মধ্যে কিছু তথ্যগত মিল আছে। মনে হয় যেন হিন্দী কাব্যের অংশ বিশেষকে সংক্ষিপ্ত করে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কুমারের জিজ্ঞাসার উত্তরে পাখী আত্ম পরিচয় দিল — জম্বু দ্বীপে, ভরতখণ্ডে এক রাজা আছেন। পাখী তাঁরই কন্যা, হিন্দীতে উল্লেখিত এই জম্বুদ্বীপ ও ভরতখণ্ডের কথা বাংলায় নেই। মনোহরের সঙ্গে পাখীর যোগাযোগ ও বিচ্ছেদের কথা হিন্দীতে বর্ণিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে (স্তঃ ৩৬৮-৭১), বাংলা কাব্যে আছে শুধুমাত্র উক্ত ঘটনার উল্লেখ। তারাচাঁদ পাখীকে আশ্বাস দিল যে সে প্রিয়তমের সঙ্গে তার মিলন সংঘটিত করে দিবে। কথাটি দুই কাব্যেই আছে, এক্ষেত্রে মিল শুধু তথ্যগত, ভাষাগত নয়, ভাবগতও নয়, বিদেশ যাত্রার সময় তারাচাঁদ তার এক বাল্য সখাকে সঙ্গে নিল এবং চৌকিদারকে ঘোড়া সাজাতে বলল (স্তঃ ৩৮৯-৯০)। বাংলা কাব্যে একথা নেই। তবে তারা-চাঁদের এক ভাই তার সঙ্গে চলল। বিদেশ যাত্রার বর্ণনা দুই কাব্যে দুই রকম। পাখীসহ তারাচাঁদ মহারস নগরে এসে জনৈকা মালিনীকে জিজ্ঞেস করল যে নগরের লোকজনকে মলিন দেখাচ্ছে কেন। এই ঘটনার বর্ণনাতে দুই কাব্যে তথ্যগত মিল আছে, ভাষাগত মিল নেই। পাখীর সত্যিকার পরিচয় পেয়ে মালিনী রাজপুরীতে গেল এবং রাজা ও রাণীর নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল। রাজা ও রাণী ছুটে এসে তারাচাঁদের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনল। — তথ্যগুলো উভয় কাব্যে প্রায় একই রকম — কিন্তু ভাবে ও বর্ণনায় ঢঙে বিশেষ কোনো মিল নেই। হিন্দী কাব্যে আছে যে রূপমঞ্জরী পাখীর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিঁটিয়ে তাকে আবার মানবীতে পরিণত করল, বাংলায় এই ঘটনা অনুপস্থিত। হিন্দী কাব্যে আরো দেখা যাচ্ছে যে লোকজন মধুমালতীর সঙ্গে তারাচাঁদের বিয়ের আয়োজন করছে। কিন্তু রাজকুমার রাণীকে বলল যে মধুমালতী তার সঙ্গে ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সেইজন্য তাদের বিয়ে হতে পারেনা, মধুমালতী ও মনোহরের প্রেম ও বিচ্ছেদের কথা তুলে রূপমঞ্জরী খেদোক্তি

করলেন এবং প্রেমার নিকট একখানি চিঠি লিখে দিলেন। পত্রবাহককে গোপনে ডেকে মধুমালতী প্রেমার নিকট নিজের দুঃখের বাণী পাঠিয়ে দিল বারমাসীর আকারে। বাংলা কাব্যে এই সকল ঘটনা নেই, বরং দেখা যাচ্ছে যে মালতী ও রূপমঞ্জরীর কাছে মনোহরই চিঠি লিখছে। হিন্দীতে আছে — প্রেমা যখন পত্র পেল, তখন মনোহর সেখানে এসে উপস্থিত হল। মধুমালতীর সংবাদ পেয়ে উক্ত পত্রবাহক মারফত তার কাছে একটি চিঠি পাঠাল। পত্রের মর্ম দুই কাব্যে দুই রকম — বাংলায় নির্জলা প্রীতির অভিব্যক্তি, হিন্দীতে অভিমান ভরাও আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ খেদোক্তি। পরবর্তী অংশের মধ্যে তথ্যগত মিল আছে; কিন্তু বর্ণনা ভিন্ন ধরনের। বাংলা কাব্যের পাণ্ডুলিপি এইখানে খণ্ডিত বলে এই তুলনায় জের টানা সম্ভব হচ্ছে না।

। ৩ ।

দুটি কাব্যের ঔপাখ্যানিক উপাদানে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য আছে। আমরা এতক্ষণ সেই বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। উভয় কাব্য থেকে এখানে কতকগুলো উদ্ধৃতি দেয়া গেল। এগুলিতে বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সাদৃশ্য অনেক ক্ষেত্রে শাব্দিক, অনেক ক্ষেত্রে আবার অর্থগত।

পুনি উঠি জনী এক অস কহা।
এহি রে জোগ কন্যাঁ এক অহা॥ স্তঃ ৬৯

'তখন একজন উঠে বলল, — এর যোগ্য জনৈক কন্যা আছে।'

তুলনীয় বাংলা কবিতাংশ ঃ তাহা শুনি এক পরী কহে ধীরে ধীরে।
তাহান সমান রূপ আছে এক পুরে॥ পৃঃ ৬

কৌন রাজ কেহি রাজ দুলারী।
কহহু নাউঁ মোহি আপন বালা।
পিতা কৌন কেহি দীপ ভুবালা॥ স্তঃ ১০৭

'এ স্থানের রাজা কে, তুমি কোন্ রাজার কন্যা? হে বালা, আমাকে তোমার নাম বল। তোমার পিতা কে? তিনি কোন্ দ্বীপের ভূপাল?'

তুলনীয় ঃ এ মত সুন্দরী তুহ্মি কাহার নন্দিনী।
এহি কোন রাজ্য হএ কহ সুবদনী।
আর ত কি নাম তোহ্মার কহত সুন্দরী। পৃঃ ১০

হিন্দী কাব্যের ১১০ সংখ্যাক স্তবকের অংশ বিশেষ :

বহুরি কুঁবরি রস কথা উভাসী।
জনু কুমুদিনী সসি পেম বিগাসী॥
কহেসি মহারস নগর অনূপা।
বিক্রম রায় পিতা জগভূপা॥
তেহি ঘর ধিয় মৈঁ রাজকুমারী।
মধুমালতী দুহুঁ জগ উজিয়ারী॥
মইঁ পিতা ঘর সংততি বারী।
রাজগিরিহ পুন রাজ-দুলারী॥

'তারপর কুমারী রসময়ী বাণী উদ্ভাসিত করল, যেন শশীর প্রেমে কুমুদিনী বিকশিত হল। সে বলল,—মহারস নগর অনুপম। রাজা বিক্রম রায় আমার পিতা, আমি তাঁর ঘরের কন্যা ও রাজকুমারী। মধুমালতী আমি, দুই জগতে উজ্জ্বল। আমি পিতার ঘরে একমাত্র বালিকা সন্তান এবং এইজন্য রাজগৃহে রাজদুলারী।'
সমান্তরাল বাংলা অংশটি এইরূপ :

এথ শুনি চন্দ্রমুখী কহে মন্দ মন্দ।
পূর্ণ শশী মুখে যেন ঝরে মকরন্দ॥ ... ...
মহারস নামে রাজ্য গর্ব অবতারি।
ধার্মিক বিক্রম রাজা তথে অধিকারী॥
তাহান মহিষী নাম রূপমঞ্জরী।
তান সুতা আহ্মি মধুমালতী সুন্দরী॥ পৃঃ ১০

যথেষ্ট শাব্দিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাংলা অংশটিকে হিন্দীর অনুবাদ বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বাংলায় প্রথম দুই পংক্তির পর কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে যার সমান্তরাল রূপ হিন্দীতে নেই। তাছাড়া রূপমঞ্জরীর তথ্যটুকু হিন্দী উদ্ধৃতিতে নেই। তবে শাব্দিক অনুবাদের মত শুনায়, তেমন অংশও বাংলা কাব্যের অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে। 'এক দীপে দুই ঘর করিছে উঝল' —এই পংক্তির মূল হিন্দী এই রূপ! 'এক দিয়া দুই ঘর উজিয়ারী।'

সাদৃশ্য যুক্ত অন্যান্য অংশগুলো দুই কাব্য থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

সৌঁতুখ সপন এক মৈঁ-দেখা।
সো দেখেউ জো জাইন বিশেখা ॥ স্তঃ ২২৫

'আমি প্রত্যক্ষ না স্বপ্ন দেখলাম, তা বিশেষিত করে বলা যায় না।' বাংলা কাব্যে আছে ঃ

স্বপন দেখিলুঁ কিবা নতু পরতেক।
সে রূপে বধিল মোরে হানিয়া বিশিখ। পৃঃ ১৪

এই অংশটি মূলের অনুসরণের মত শুনায় আরো কতকগুলো অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

হিন্দী ঃ মোহি বরবস জনি অপজস লাবহু।

'বল প্রয়োগ করে আমার জীবনে তুমি অপযশ এনো না।'

বাংলা ঃ আহ্মা পাশে অপকর্ম না হইছে প্রবেশ। পৃঃ ১৫

হিন্দী ঃ সৌঁতুখ কৈ সপনা অহা। স্তঃ ১৪৮

'এ হয়ত সপ্রত্যক্ষ, হয়ত এ স্বপ্ন ছিল।'

বাংলা ঃ প্রত্যক্ষে দেখিলুঁ কিবা দেখিলুঁ স্বপনে। পৃঃ ১৬

হিন্দী ঃ আপনি পীর পূত কহু মোহী।
মৈঁ কই দেউ সো ওসদি তোহী ॥ স্তঃ ১৪৬

'হে পুত্র তোমার পীড়ার কথা আমাকে বল। তবে আমি সেই পীড়ার ঔষধ তোমাকে দেব।'

বাংলা ঃ তোমার বেদনা শুনি কহত আহ্মারে।
বেদনা বুঝিয়া ঔষধ দিবাম তোহ্মারে ॥

হিন্দী ঃ রাজ মহত এক অহা সয়ানাঁ।
গুন বিদ্যা চহুঁ খণ্ড বখানাঁ।
ওহি সয়ভরি করি দোসর ন পাবা।
গুন নিধান জগ নাউঁ কহাবা ॥ স্তঃ ১৫৬

'রাজ্যে এক সজ্ঞান মহন্ত দিলেন। চারি খণ্ডে তাঁর গুণ ও বিদ্যা সুবিদিত। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া (যেত না)। জগতে তিনি গুণ নিধান রূপে অভিহিত ছিলেন।'

বাংলা ঃ এথ শুনি গুনি কহে উজির একজন।
সর্ব গুণে বিশারদ অতি বিচক্ষণ॥
নানান প্রকার সন্ধি জানে বহুতর। পৃঃ ১৭

হিন্দী কাব্যে আছে ঃ

প্রথমহিঁ জিমি ভই রৈনি চিহ্নাঈ।
অরু জৈসেঁ পালক বদলাঈ॥
ঔ জিমি বচা আপু মহঁ কীন্হীঁ।
ঔ সহিদানি মুঁদরি কর লীন্হীঁ॥
ঔ জিমি তজেউ পিতা ঘর রাজ্।
ঔ নিসরেউ করি জোগী সাজ্॥
ঔ বুড়েউ জিমি অরথ ভংডারা।
ঔ সো গহেঁ লৈ লহরি অডারা॥ স্তঃ ২২৭

'যেমন ভাবে প্রথমে তাদের রাত্রে পরিচয় হল, যেমন ভাবে তাদের পর্যঙ্ক পরিবর্তিত হল, যেমন ভাবে তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল এবং স্মারক রূপী কর-মুদ্রিকা গ্রহণ করল, যেমন ভাবে সে পিতৃগৃহ ও রাজ্য ত্যাগ করল এবং যোগীর বেশ ধারণ করে বেরিয়ে এল, যেমন ভাবে অর্থ ভাণ্ডার নিমজ্জিত হল এবং যে প্রকারে সমুদ্র লহরী গ্রহণ করে তীরে নিক্ষেপ করল।'

তুলনীয় ঃ যেন মতে দোহানের প্রতিজ্ঞা আছিল।
যেন মতে আপনার রাজ্যেত আইল॥
যেন মতে প্রেম ভাবি উদাস হইল।
যেন মতে সৈন্য সবে পয়াণ করিল॥
যেন মতে সৈন্য সবে নৌকাত চড়িল।
যেন মতে সৈন্য নৌকা স্রোতে গরাসিল॥
যেন মতে এক বৃক্ষে ভাসিতে পাইল।
যেন মতে বন পন্থ হাঁটিয়া আইল।
যেন মতে কন্যারূপে প্রেমের ভিখারী।
এ সুখ সম্পদ রাজ্য সব পরিহরি॥ পৃঃ ২৯

মূলের সমগ্র তথ্য ও বক্তব্য যদিও বাংলায় স্থান পায়নি, তবুও মৌলিক অবস্থাটি বিশেষ ভাবে ধৃত হয়েছে।

হিন্দী : মৈঁ ঔ য়হ বারে সংঘ খেলী।
মধুমালতী মোরি বায় সহেলী॥
মৈঁ ঔ মধুমালতী এক সংগা।
মানেনি সবহি বালপন রংগা॥ স্তঃ ২৪১

'আমি এবং সে বাল্যকালে এক সঙ্গে খেলেছি। সেইজন্য সে আমার বাল্য সখী। আমি এবং মধুমালতী এক সঙ্গে বাল্যকালের রঙ্গরস উপভোগ করেছি।'

তুলনীয় বাংলা : মধুমালত মোর প্রাণের দোসর॥
সেই আহ্মি পড়িয়াছি এক গুরু স্থান।
শিশু কাল হোন্তে সঙ্গে খেলিছি পাঞ্জান।
যথযথ রঙ্গে ঢঙ্গে হাস্য পরিহাস।
পরম কৌতুক ছিল বিশেষ উল্লাস॥ পৃঃ ৩০

হিন্দী : সুনত কুঁবর রসবাত সোহাঈ।
হিয় গহভর মুরুছা গতি আঈ॥
পলটি পেম র্সির সেউ কুনি লাগা।
কনক অগিনি জনু খসেউ সোহাগা॥

'এই সুন্দর রসবার্তা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কুমারের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হল এবং তার মূর্ছা এল। প্রেমা ফিরে এসে তার শিরের সঙ্গে সংলগ্ন হল। যেন অগ্নি-দগ্ধ স্বর্ণে সোহাগা পড়ল।'

বাংলা : তা শুনিয়া মনোহর পরম আনন্দ।
হৃদয় সরস হৈল যেন পূর্ণিমার চান্দ॥
হরিষে আবেশ হই পায়মা চরণে। পৃঃ ৩১

হিন্দী : জস তোহি বিরহ দুকৃখ জিয় বীরা।
ঔহি কুনি হোইহি দুকৃখ সরীরা॥ স্তঃ ২৫২

'হে বীর, যেমন তোমার প্রাণে বিরহ দুঃখ দেখা দিয়েছে, তারও শরীরে তেমনি

দুঃখ উপস্থিত হয়েছে।'

বাংলা ঃ চন্দ্রমুখী ভাবে যেন তোহ্মার বিকল ॥
তোহ্মাধিক তোহ্মা ভাবে সে হৈছে চঞ্চল ॥ পৃঃ ৩২

কুঁবর বচন সুনত গহভরী। স্তঃ ২৫৫

'কুমারের বচন শুনবার সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দে পূর্ণ হল।'

এথ শুনি কহে কন্যা সানন্দ হৃদএ। পৃঃ ৩২

হিন্দী ঃ মোহি লাগি জনি নাঁসু অপানাঁ। স্তঃ ২৫৫

'আমার জন্য তুমি নিজেকে বিনষ্ট করনা।'

বাংলা রূপান্তর ঃ তোহ্মা আহ্মা পরিণামে না হোক দুর্গতি। পৃঃ ৩২

য়হ মধুমালতি রূপ ভুলানাঁ। স্তঃ ২৯০

'সে মধুমালতীর রূপে ভুলেছে।' এই অংশের বাংলা রূপান্তর ঃ

মধুমালতীর ভাবে ভ্রমে নিরন্তর পৃঃ ৩৮

হিন্দী ঃ সুনতহি পরা পাউঁ লৈ মোয়ে। স্তঃ ২৯১

'সে কথা শুনতেই সে পায়ে পড়ল।'

বাংলা ঃ উপদেশ নাম শুনি মোর পদে ধরি। পৃঃ ৩৮

হিন্দী ঃ সভ জানেঁী অংত আদি জেউঁ বীতী।
উৎপতি বাত কহী সভ পেমৈঁ মিলে দুবৌ জেহি ভাঁতি।
পালক ফেরি বদলি কর মুঁদরী পহিরেন্হি ভই জিয় সাঁতি ॥
স্তঃ ৩৪৯

'আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তারা যেমন ভাবে সময় কাটিয়েছে, তার সব কিছুই জানি। তারা পরস্পরে যেমন ভাবে মিলিত হয়েছিল, প্রেমা সেই সকল আদি কথা বলল। তারা যেমন ভাবে পর্যঙ্ক পরিবর্তিত করল এবং কর-মুদ্রিকা বদল করে যেমন ভাবে পরিধান করে শান্তি পেল, সে সেই কথাও বলল।'

তুলনীয় : আদি অন্ত কহি আহ্মি দোহান কাহিনী।
যেন মতে কন্যা সঙ্গে কুমার মিলন। ··· ··· ···
যেন মতে পালঙ্ক অঙ্গুরী পালটনা। পৃঃ ৪২

হিন্দী : কহেসি কুরহিঁ য়হ সংতত রোবৈ।
বিথা লাজি মোহি সেউঁ য়হ গোবৈ॥
কবহুঁ চক্কিত হোই চহুঁ দিসি দেখা।
কবহুঁ মৌন হোই রহৈ অলেখা॥
কবহুঁ সীস ধরি বৈসি তঁবাঈ।
কবহুঁ ঠার পুনি হঁসে হঁসাঈ॥
কবহুঁ কহৈ দরপন সেউঁ বৈনাঁ।
কবহুঁ রুহির ভরি আবহিঁ নৈনাঁ॥
কবহুঁ দেবস চারি অন ছাড়ৈ কবহুঁ রোবৈ দুখ গোঈ।
কবহুঁ বারী বিরহ বিয়াকুলি বদন ঢাঁকি রহৈ সোই॥ মৃঃ ৩৪৩

'সে বলল — সর্বদা সে কেঁদে আকুল হয়। লজ্জা করে সে নিজের ব্যথা আমার কাছে গোপন রাখে। কখনো সে চমকিত হয়ে চারিদিকে তাকায়। কখনো সে মৌন হয়ে অলক্ষিত অবস্থায় থাকে। কখনো সে মাথায় হাত দিয়ে বসে চিন্তা করে। কখনো সে দণ্ডায়মান হয়ে হাসে এবং অপরকে হাসায়। কখনো বা দর্পণের সঙ্গে কথা বলে। কখনো তার চক্ষু রক্তপূর্ণ হয়ে আসে। কখনো সে চারদিনের জন্য অন্ন ত্যাগ করে; কখনো নিজের দুঃখ লুকিয়ে রাখে এবং কখনো বিরহ ব্যাকুল বালিকা মুখ ঢেকে রোদন করে।'

তুলনীয় : ছন্নমতি মৃতপ্রায় এহি ত কারণ॥
বৎসরেক ধরি হৈছে অধিক বিভোল।
সদাএ আকুল আঁখি আকুল বিকল॥
খেনে হাসে খেনে কান্দে খেনে বসি ঝুরে।
পদগতি স্থির নহে ঢলি ঢলি পড়ে।
সঘন চিন্তিত অতি মতিচ্ছন্ন বালি।
এহি মত বুঝি আহ্মি সভানে আকলি॥ পৃঃ ৪২

সংস্কৃত কাব্যে ও ভারতীয় চিত্রকলায় যেমন নায়িকার রূপ ভেদের চিত্র অঙ্কিত হয়, উদ্ধৃত হিন্দী কবিতাংশেও তেমনি বিরহিণী নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা পাওয়া

যাচ্ছে। বাংলায় এই বর্ণনা জীবন্ত হতে পারেনি। হিন্দী কবি হয়ত বা ঐতিহ্য সজাগ; কবি তেমন কোনো সচেতনতার পরিচয় দেননি। শুধু উপরোক্ত অংশেই নয়, কাব্য দুটির অন্যান্য স্থানেও দেখা যায় যে হিন্দীতে নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্বের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে—বাংলায় এই গুরুত্বের অভাব বলে রচনা প্রাণবিহীন।

। ৪ ।

ফারসী কাব্যটিতে বিবৃত গল্পের সঙ্গে মুহম্মদ কবীরের উপাখ্যানের কিছু কিছু মিল আছে – একথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আমরা কতকগুলি উদ্ধৃতিকে পরীক্ষা করে কাব্য দুটির সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ফরাসী কাব্যে মনোহরের জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ ঃ

হকীম ওয়া হম্ মুনজ্জিম গশ্‌ত্‌ হাজের
গুদান্দ্ হঁর এক বরো খুরশীদ খতের
বদিদনদ্ তালে' মস'উদ বুদশ্‌
বর আমদ্ আখতারে দৌলত যে নুরশ্‌
নেহাদন্দ্ নামে উ কুঁনওর মনোহর
শওয়দ আনদর জহাঁ আজ শম্‌ছ আজহর
খবর দাদন্দ্ কারশ্‌রা জে আনজাম
চে আজ দউলত্‌ চে আজ মুল্‌কত্‌ চে আজ নাম
শওয়দ চুঁ পাঁজ্‌দহ্‌ সালাহ্‌ মনোহর
খলেশ্‌ শখ্‌সে বুওয়দ্ দর্ সীনাহ্‌ আজহর
শওয়দ জোগী বহর্ জানের বগর্দদ্
কে তা এক সাল বহরে উ বগরদদ্
চু বাদ আজ সয়্‌র্ আয়দ্ সুয়ে খানাহ্‌
বদস্‌ত্‌ আরদ্ হমাঁ মত্‌লব জমানাহ্‌

(য়ুরোপ মেঁ ··· পৃঃ ২৭৯—৮০)

'জ্ঞানিগণ ও গণকগণ উপস্থিত হলেন এবং তাঁরা একে একে সূর্যের মত সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর নিকট গেলেন। তার উজ্জ্বল ভাগ্য-নক্ষত্র পরীক্ষা করে তাঁরা তার ভাল লক্ষণগুলো নিরীক্ষণ করলেন। তাঁরা তার নাম রাখলেন কুমার মনোহর।

সে জগতে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল হবে। তাঁরা তার কর্মের পরিণতির খবর দিলেন — ধন-দৌলত, রাজত্ব ও সুনামের ব্যাপারে। যখন মনোহরের বয়স পনর বছর হবে, তখন কারো জন্য তার হৃদয়ে জ্বালাময়ী কামনা দেখা দেবে। সে যোগী হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে এবং একবৎসর কাল সে তার জন্য ঘুরবে। এই পরিভ্রমণের পর যখন সে ঘরে ফিরবে, তখন যুগের লব্ধ দ্রব্য তার অধিগত হবে।'

তুলনীয় বাংলা অংশ : গুণিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল।
ভালমন্দ কুমারের সকল গুণিল ॥
রাশিক্রমে পুরাণেত দেখিয়া উপাম।
রাখিলেক মনোহর কুমারের নাম ॥ ...
ভাগ্যবন্ত তোহ্মা পুত্র চন্দ্রের সমান। ...
মাত্র কি হইব দুঃখ কুমার অন্তর।
এক চন্দ্রমুখী লাগি হৈব দেশান্তর ॥
পঞ্চদশ বরিষেত এ সকল হৈব।
পুনরপি আসি কুমার রাজত্ব পালিব ॥ পৃঃ ২—৩

উদ্ধৃত অংশ দুটির পাশে রেখে পড়া যাক নিম্নের হিন্দী স্তবকগুলো :

ভোর ভএঁ পংডিত জন আএ।
রাসি পরখি ঔ গরহ গনাএ ॥
পংডিতণ গনি গুনি কহা বিচারী।
হোই নরেস ছত্রপতি ভারী ॥
গণ গংধ্রপ মুনি বায় গোহারহিঁ।
জগ নরেস সভ সেবা সারহিঁ ॥
লখণবংত বুধিবংত বিনানী।
রণ ছত্রী সাকা পরবাসী ॥
দাতা গরুব গরিষ্ট গংভীরা।
ঔ দয়াল পর পরখিহি পীরা ॥
লখণ চীন্হ রুদ্র রেখা কংঠ মাঁথ দুহুঁ পাউ।
সিংঘ রাসি ফুল দীপক ধরেউ মনোহর নাউঁ।
চৌদহ বরিস ঐগারহ মাসা।
নবএঁ দিন পূণিবঁ পরগাসা ॥

জনম সুর সতএঁ সসি সারা।
মিলৈ সজন কোই পেম পিয়ারা॥
বুদ্ধবার বিহফৈ কৈ রাতী।
উপজহি বিরহ কুঁবর কৈ ছাতী॥
তেহি বিয়োগ হোই কুঁবর বিয়োগী।
বরিসেক ফিরৈ কুঁবর ভা জোগী॥
তেহি পাছেঁ পুনি জংম জংম রাউ।
অস কিছু লগন কের হৈ ভাউ॥
সুব.ভ লগন জনমৌতী পৈ কিছু গরহ বিসেখ।
বরিস চতুরদস উপর কিছু উদাস চিত দেখ॥ স্তঃ ৫০—৫১

'প্রভাত হলে পণ্ডিত জন এলেন। তাঁরা রাশি পরীক্ষা করে গ্রহ গণনা করলেন। পণ্ডিতগণ বিশদ ভাবে গণনা করে বললেন,—এই কুমার ভারী ছত্রপতি নরেশ হবে। গন্ধর্বগণ ও মুনিগণ এর দ্বারে নমস্কার জানাবে এবং জগতের সকল রাজা এর সেবা করবে। এ লক্ষণবান; বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞানী হবে এবং যুদ্ধে প্রমাণিত প্রকারের শক্তি প্রয়োগকারী ক্ষত্রিয় হবে। এই রাজকুমার দাতা, গরিষ্ঠ এবং গম্ভীর হবে। এ দয়ালু হবে এবং অপরের দুঃখ বুঝবে। এর কণ্ঠ, মস্তক ও দুই পায়ে রুদ্র রেখায় লক্ষণ-চিহ্ন। সিংহ রাশিতে জাত এই কুমার কুল-দীপক হবে। সে মনোহর নাম ধারণ করবে। চৌদ্দ বৎসর এগার মাস নয় দিন আয়ুষ্কালে পূর্ণিমা প্রকাশিত হলে কুমারের জন্ম স্থানে সূর্য এবং সপ্তম স্থানে শশী উপস্থিত হবে। তখন তার সঙ্গে কোনো এক প্রেম-প্রিয় স্বজন মিলিত হবে। বুধবার গত হয়ে বৃহস্পতিবারের রাত্রে কুমারের বুকে বিরহ উপস্থিত হবে। সেই বিয়োগে কুমার বিয়োগী হয়ে এক বৎসর কাল যোগীরূপে ঘোরাফেরা করবে। এই ঘটনার পর সে জন্মে জন্মে রাজা হবে—কুমারের এইরূপ লগ্নের ভাব আছে। কুমারের জন্ম পত্রীতে শুভলগ্ন আছে; কোনো গ্রহবিশেষের ফের আছে। চতুর্দশ বৎসরের উপরে বয়স হলে তার চিত্তে উদাস ভাব দেখা দেবে।'

মূল হিন্দীতে পণ্ডিতদের রাশি-গ্রহাদি গণনা ও কুমারের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য অত্যন্ত বিস্তৃত, ফারসীতে ও বাংলায় সেগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। 'রাখিলেক কুমারের মনোহর নাম'—এই পংক্তি সরাসরি 'নেহাদন্দ নামে উ কুনওর মনোহর' চরণটির শাব্দিক অনুবাদ। হিন্দীতে এ ধরণের শব্দ-সমষ্টি নেই। আবার' ভাগ্যবন্ত

তোমা পুত্র চন্দ্রের সমান' কথাটি 'শওয়দ আনদর জহাঁ আজ শম্‌স্‌ আজহর' এর সরাসরি অনুসরণ। দেখা যাচ্ছে যে বাঙালী কবি সূর্যের সঙ্গে কুমারের তুলনা পসন্দ করেন নি, তিনি সূর্যের স্থানে 'চন্দ্র' বসিয়েছেন। 'মাত্র কি হইব দুঃখ কুমার অন্তর'—এই পংক্তি ফারসী অথবা হিন্দীর অনুসরণ হতে পারে; কারণ ফার্সীতে ও হিন্দীতে যে সমার্থ পংক্তিগুলো আছে, তারা যথাক্রমে এইরূপ: 'খালেস শখ্‌সে বুওয়দ দর সিনাহ্‌ আজহর,' এবং 'উপজহি বিরহ কুঁবর কৈ ছাতী।' হিন্দীতে আছে যে চৌদ্দ বৎসর, এগার মাস, নয় দিন বয়ঃক্রম কালে কুমার তার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু বাংলায় বলা হয়েছে যে 'পঞ্চদশ বরিষেত এ সকল হৈব'—এই কথাটি ফারসী 'শওয়দ চু পান্‌জ্‌দহ্‌ সালাহ্‌ মনোহর' এর সমার্থক অনুবাদ। এই রূপে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উপর্যুক্ত বাংলাটি উদ্ধৃত ফারসী অংশের যথেষ্ট কাছাকাছি এবং হিন্দীর সঙ্গে এর মিলের চেয়ে বৈসাদৃশ্য বেশী।

ফারসীতে আছে: চু বেশনীদ ইঁ সুখন্‌ কোওঁর মনোহর
রওয়াঁ শুদ দর তল্‌ব্‌ আঁ মেহ্‌রে আন্‌ওয়ার
বদু দাদন্‌দ্‌ লশ্‌কর্‌ হম খেজানাহ্‌
বা-উ করদন্‌দ্‌ হর একরা বওয়ানাহ্‌ ...
রওয়াঁ গশ্‌তন্‌দ্‌ কোওঁর বা হমা কস্‌
ব পুরসান্‌ জানেবে শহরে মহারস
চু বাদ আজ মুদ্‌দতে বর সাহেলেয়্যাম
রসীদন্‌দ হর হমা বা মেহ্‌নত ও গম
বকিশ্‌তীহা সোওয়ারী মী নমূদন্‌দ্‌
বদরীয়া আনদরুন কিশতী বরান্‌দন্‌দ্‌

(য়ুরোপ মেঁ ... ২৮২)

'যখন কুমার মনোহর এই কথা শুনল, তখন সে সেই উজ্জ্বল সূর্যের সন্ধানে যাত্রা করল, তখন ধন-সম্পদ ও সেনাবাহিনী তার সঙ্গে দেয়া হল। তার সঙ্গে সবাইকে রওয়ানা করান হল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে করতে কুমার মহারস নগরের উদ্দেশ্যে চলল। যথেষ্ট পরিশ্রম ও দুঃখের মধ্য দিয়ে তারা বহুকাল পরে নদী কিনারায় পৌঁছল। তারা নদীর ভিতরে নৌকায় আরোহণ করল এবং নৌকা পরিচালিত করল।'

এত সংক্ষেপে এই বক্তব্য বা বর্ণনা মূল হিন্দী কাব্যের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। নিম্নোদ্ধৃত বাংলা অংশটিকে এই ফারসীরই অনুসরণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঃ

মহারাজা আজ্ঞা পাই সৈন্য সকল সাজাই
আসিলেন্ত বাহিনী সকল।
রাজপুত্র সঙ্গে করি যাএ মহারস পুরী
মিলিবারে কামিনী নাগাল ॥ ...
তবে সৈন্য সঙ্গে যাএ কথদিন যুবরাএ
পাইলেক এক নদীকূল।
সে নদীতে সৈন্যগণ [পাড়ি দিব যেইক্ষণ]
ডুবি হৈব সৈন্যের নির্মূল ॥ পৃঃ ২০

ফারসী কাব্যে নৌকাডুবি প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এইরূপে ঃ

দরিঁ আস্না কজায়ী আস্মানী
মুখালিফাত্ বাদলে শুদ্ নাগহানী ...
হমা কিশ্তী মিয়ানে মৌজ উফ্তাদ্
হমা লশ্কর্ দর আঁ গর্দার উফ্তাদ্
ফরু রফ্তন্দ্ দর গরদাবে আঁ মৌজ
মনোহর হম বগলতান্ রফ্ত্ দর মৌজ
খোদারা ইয়াদ্ মিকর্দ্ ও হমী রফ্ত্
বজুজ নামে খুদা দীগর নমী গুফ্ত্
কে নাগহ্ দরমিয়ানে মৌজ আঁজা
মনোহর ইয়াফ্ত্ চুবে মুহ্কাম আঁজা
বা আখের চন্দ্ মুদ্দত দর কিনারহ্
রসীদাহ বাদেল ও জান পারহ্ পারহ্

'দৈবাৎ প্রতিকূল বাতাস প্রবাহিত হল। নৌকাগুলো তরঙ্গের মধ্যে পড়ে গেল। সেনাদল এই আবর্তের মধ্যে নিপতিত হল। সব কিছুই সেই তরঙ্গাবর্তে ভেসে চলল এবং মনোহর নিজেও ঐ তরঙ্গের মধ্যে নিপতিত হল। খোদাকে স্মরণ করে সে ভেসেই চলল এবং খোদার নাম ভিন্ন সে অন্য কিছুই উচ্চারণ করল না।

অকস্মাৎ সেখানে তরঙ্গের মধ্যে মনোহর এক শক্ত কাষ্ঠখণ্ড পেল। কিছুকাল পরে ভগ্ন মন-প্রাণ নিয়ে সে কিনারায় এসে হাজির হল।'

সমান্তরাল বাংলা পংক্তিগুলো এইরূপ ঃ

হেন সমে ধর্ম যোগে কৈলা উপাসন।
শীতলে শীতলে বায়ু বহে ঘন ঘন॥ ...
ধীরে ধীরে মহানদী ওখারা হইল।
নৌকা সব নিয়া এক ঘুর্ণিত ফেলিল॥
সৈন্য সমে সেই ঘূর্ণি নৌকা গরাসিল।
ভিন্ন ভিন্ন নানা স্থানে হইয়া ভাসিল॥
হেন সমে কৃপাশীল প্রভু নিরঞ্জন।
একসর কুমারের রাখিল জীবন॥
সমুদ্রেত রাইতে পারে প্রভু কৃপামএ।
সমূলে ডুবাতে পারে সে করতাএ॥
ভাসিতে ডুবিতে এক কাষ্ঠখণ্ড পাইল।
সেই কাষ্ঠে ভর করি কূল উদ্দেশিল॥
জরজর পাঞ্জরা যে করিছে লহরে।
এক ঠাঁই কূল নাই প্রাণ পাএ ধরে॥ পৃঃ ২১—২২

মনঝনের মধুমালতীতে আছে ঃ

বোহিত বোঝি সমুংদ চলায়া।
বিধি কা লিখা জানি নহিঁ পাবা।
মাঁস চারি গএ পানিহি পানী।
ফুনি সো অদিন ঘরী নিয়রানী।
সমুংদ লহরি দরসহিঁ অঁধিয়ারী।
দিয়া ভুলান বোহিত কংডহারী।
মগ অমগ.গ নহিঁ গএউ বিচারী।
বোহিত পরেউ ভবঁর মহঁ ভারী।
পরতহিঁ ভএউ টূক সৌ সাতা।
চহুঁ দিসি বোহিত উঠে অঘাতা।
বূঢ়ৈ ইষ্ট মিঁত জন পরিজন বূঢ়ৈ গহন ভংডার।

ব্ৰূড়ৈ রাজপাট যেত আহা বৃ়ড়ৈ তুরৈ তোখার।
কুঁবর আস জিয় কৈ পরিহরী।
বহুরি ধ্যান কৈ স্থমিরেসি হরী।
তৈঁ ত্রিভুম জগ রচ্ছক সাঈঁ।
কেহি স্থমিরোঁ তোহি ছাড়ি গোসাঈঁ।
জগ জীবন দায়ক পুনি তোহী।
কর ব্ৰূড়ত ধরি কাঢ়ৈ মোহী।
জেই গাঢ়েঁ স্থমিরেউ করতারা।
ভএ তাকহঁ ফুলবারি অংগারা।
য়েহি অংতর বিধি ময়া জনাঈ॥
কুঁবর টেক ব্ৰূড়ত মহঁ পাঈ।
বিধি পরসাদ কুঁবর কে আগে কাঠ এক উতিরান।
বৃ়ড়ত রাজ কুঁবর গহি পকরা জাত রহা ঘট প্রাণ॥
ভএউ কুঁবর কহঁ কাঠ অধারা।
সমুংদ লহরি ফুনি উঠী অপারা। স্তঃ ১৭৭—৭৯

'সমুদ্রে জাহাজ চালনা করা হল। কিন্তু বিধির লিখন কেউ জানতে পেল না। চারি মাস ধরে জাহাজ শুধু পানির মধ্য দিয়েই গেল। তারপর দুর্দিন নিকটবর্তী হল। সমুদ্রের হিল্লোল অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখে পড়ল এবং জাহাজের কর্ণধার দিক ভুলে গেল। পথ বিপথ কোনো কিছুই বিচার করা গেল না এবং জাহাজ গভীর আবর্তে পড়ল। ঘূর্ণিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ সাত-শ' টুকরো হয়ে গেল এবং এর চতুর্দিকে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হতে লাগল। ইষ্ট-মিত্র, জন-পরিজন ও সংরক্ষণীয় সামগ্রী ভাণ্ডার ডুবতে শুরু করল; রাজ-পাট যা কিছু ছিল, সবই ডুবল, উগ্রগামী তুরঙ্গ ডুবল। কুমার জীবনের আশা ছেড়ে দিল, কিন্তু আবার সে ধ্যান করে হরিকে স্মরণ করল। সে বলল, — হে স্বামি, তুমি তিন ভুবন ও জগতের রক্ষক। হে গোসাঁই, তোমাকে ছেড়ে আমি আর কাকে স্মরণ করব। তুমিই ত জগতের জীবন দাতা। আমার মত নিমজ্জমান ব্যক্তির হাত ধরে টেনে তোল। হে করতার, যে বিপত্তিকালে তোমাকে স্মরণ করে, তার জন্য ত অঙ্গারের মধ্যে পুষ্পোদ্যানের সৃষ্টি হয়। এরপর বিধাতা মায়া প্রকাশ করল এবং কুমার ডুবতে ডুবতে অবলম্বন পেল। বিধির প্রসাদে কুমারের সম্মুখে এক খণ্ড কাঠ উপস্থিত হল। নিমজ্জ-

মান রাজকুমার সেটিকে আঁকড়ে ধরল এবং প্রাণ বেরিয়ে যেতে যেতেও তার শরীরে টিকে রইল। এই কাঠের টুকরোই হল কুমারের অবলম্বন। কিন্তু আবার অপর সমুদ্র-হিল্লোল উত্থিত হল।'

হিন্দী কবিতাংশে বিধৃত বর্ণনাটি এক্ষেত্রেও দীর্ঘ এবং নিমজ্জমান মনোহর হরির নিকট যে প্রার্থনা জানাচ্ছে, তাও বিস্তৃত। বাংলায় বর্ণনাটি নাতিদীর্ঘ, সেখানে কুমারের মুখে কোনো প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছে না। প্রার্থনার স্থানে আছে শুধু কবির বক্তব্য। হিন্দীর কিছু তথ্য অপরিহার্য ভাবে বাংলায় এসে গেছে। বাংলার শেষ দুই পংক্তিতে বলা হয়েছে যে লহরীর আঘাতে যখন কুমারের পঞ্জর জর্জরিত হল, তখন সে কূলে পৌঁছে দেহে প্রাণ ফিরে পেল। হিন্দীতে এত সহজে কুমারকে রেহাই দেয়া হয়নি। বাংলা বর্ণনাটির মত ফারসী কাব্যের বর্ণানাটিও সংক্ষিপ্ত এবং কিছু সংখ্যক পংক্তিকে বাংলার তুলনা বা প্রতিতুলনা রূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। 'নৌকা সব নিয়া এক ঘূর্ণিতে ফেলিল' — লাইনটি 'হমাহ কিশতী মিয়ানে মৌজ উফ্‌তাদ,' এর শাব্দিক অনুবাদ। আবার 'হমাহ লশকর দর আঁ গরদার উফতাদ' শব্দ সমষ্টির বাংলা রূপান্তর 'সৈন্য সমে সেই ঘূর্ণি নৌকা গরাসিল'। আবার—

কে নাগহ্‌ দর মিয়ানে মৌজ আঁজা
মনোহর ইয়াফ্‌ত্‌ চুবে মুহকাম আঁজা
বা আখের চন্‌দ্‌ মুদ্‌দত্‌ দর কিনারাহ্‌
রসীদাহ্‌ বা দেল ও জান পারহ্‌ পারহ্‌

অংশটির ঈষৎ পরিবর্তিত বাংলা অনুবাদ ঃ

ভাসিতে ডুবিতে এক কাষ্ঠখণ্ড পাইল।
সেই কাষ্ঠে ভর করি কূল উদ্দেশিল।।
জর জর পাঞ্জরা যে করিছে লহরে।
এক ঠাঁই কূল পাই প্রাণ পায় ধরে।।

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে কাহিনী সংস্থানের দিকে মূল হিন্দীর সঙ্গে বাংলা মধুমালতী কাব্যের যেমন গরমিল আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে, হিন্দীর সঙ্গে বাংলার মিলও আছে। এই মিল কয়েক স্থানে শাব্দিক পর্যায়ের এবং অধিকাংশ স্থানে ভাবগত। কাজেই জোর করে একথা বলা যায় না যে মুহম্মদ কবীর আদৌ হিন্দী কাব্যখানা

দেখেননি। তিনি যে ফারসী কাব্যখানাও দেখেছেন, তার প্রমাণ বাংলা কাব্যের মধ্যেই রয়ে গেছে। মনঝনের 'মধুমালতী' ও অজ্ঞাতনামা কবির 'কিস্‌সা এ মধুমালতী ওয়া কুনওয়ায় মনোহর' এই কাব্যদুটিকে একত্র করেই মুহম্মদ কবীর বাংলা কাব্যটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়। উপরোক্ত প্রমাণগুলো ছাড়াও গ্রন্থের মধ্যকার দুটি ভণিতা ফারসী কাব্যের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষের দিকে কবীর বলেছেন 'এহি যে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল?' ফরাসী ও হিন্দী উৎসের উল্লেখ থেকেও আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দুটি মূল গ্রন্থকে একত্র ব্যবহার করে কাব্য রচনার নজীর সাহিত্য জগতে আরো আছে। নুসরতীর 'গুলশানে ইশ্‌ক্' ফরাসী ও হিন্দী কাব্য অবলম্বনে লিখিত। শাব্দিক অনুবাদ বা ভাবগত অনুসরণের ব্যাপারটিকে অন্য রকম ভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে সকল হিন্দী অংশকে ফারসীতে শাব্দিক ভাবে অনুদিত করা হয়েছে, সেই ফারসী অনুবাদ বাংলায় রূপান্তরিত হলেও তা মূল হিন্দীর কাছাকাছি আসতে পারে — কেননা বাংলা ও হিন্দীর শব্দ সমষ্টি প্রায় একই রকম।

বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ঃ মনঝন কৃত 'মধুমালতী,' সম্পাদক ঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত, এলাহাবাদ, ১৯৬১। নাসির উদ্দিন হাশমী, 'য়ুরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখতুতাত্‌,' হায়দরাবাদ, ১৯৩২। মুহম্মদ কবীর বিরচিত 'মধুমালতী', সম্পাদক ঃ আহমদ শরীফ; ঢাকা, ১৩৬৬।

প্রবন্ধাবলী ঃ

মমতাজুর রহমান তরফদার ঃ 'মধুমালতীর কাহিনী', সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭০, বর্ষা এবং 'পদমাবতী ও মধুমালতীর রূপক ও সাহিত্য ঐতিহ্য,' ইতিহাস, ১৩৭৪, বৈশাখ-শ্রাবণ; সৈয়দ আলী আহসান ঃ 'মধুমালতী উপাখ্যান,' সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭১, বর্ষা। শুধু একটি মাত্র উদ্ধৃতি বাদ দিলে সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য উদ্ধৃতি এমনি ইঙ্গিত বহন করে যে বাংলা কাব্যের কতক গুলো অংশ হিন্দী কাব্যের অংশবিশেষের ভাব-সংক্ষেপ। কিন্তু একেবারে শাব্দিক অর্থে অনুবাদ রূপে গৃহীত হতে পারে, আমরা এমনি ধরণের উদ্ধৃতিও সঙ্কলিত করে দিয়েছি।